তৃতীয় দার্‌স

الدرس الثالث

রোযা নষ্টকারী বস্তুসমূহঃ

مفسدات الصوم

১। ইচ্ছাকৃত পানাহার করাঃ তবে ভুলক্রমে কোন কিছু পানাহার করে ফেললে, তা রোযার উপর কোন প্রভাব সৃষ্টি করবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ...)) [رواه مسلم ١١٥٥]

"যে ব্যক্তি ভুলে গিয়ে পানাহার করলো, সে যেন তার রোযা পূরণ করে।" (মুসলিম ১১৫৫)

নাকের মাধ্যমে পেটে পানি প্রবেশ করলে, শিরার মাধ্যমে খাদ্য গ্রহণ করলে এবং প্রয়োজনে শরীরে রক্ত প্রবেশ করালে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ এসবই রোযাদা- রের জন্য খাদ্য বলে গণ্য হয়।

২। যৌনক্ষুধা পূরণ করাঃ যখনই কোন ব্যক্তি (তার স্ত্রীর সাথে) যৌনক্ষুধা পূরণ করবে, তার রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। তার উপর কাজা ও কাফ- ফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে। কাফফারা হলো, কোন ক্রীত দাস-দাসী স্বাধীন করা, তা না পেলে একাধারে দু'মাস রোযা রাখা। কোন শরিয়াতী কারণ ছাড়া যেমন, দু'ঈদের দিন ও আয়্যামে তাশরীক জিলহজ্জ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারীখ) এ-রোযা রাখা অথবা মানসিক কারণ যেমন, রোগ-ব্যাধি এবং রোযা না ছাড়ার উদ্দেশ্য সফর করা ইত্যাদি ব্যতীত এই দু'মাসের কোন এক দিনও রোযা ত্যাগ করা যাবে না। কোন কারণ ব্যতীত এক দিনও যদি রোযা বাদ দেয়, তাহলে পুনরায় নতুনভাবে প্রথম থেকে রোযা রাখতে হবে। কারণ এতে ধারাবাহিকতা অপরিহার্য। যদি দু'মাস রোযা রাখতে অক্ষম হয়, তাহলে ৬০জন মিসকীনকে খাওয়াবে।

৩। জাগ্রত অবস্থায় চুম্বন করার অথবা হস্ত-মৈথুনের কারণে বীর্যপাত ঘটলেঃ এতে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে এবং তার উপর কাজা করা ওয়াজিব হবে, কাফফারা নয়। তবে স্বপ্নদোষে রোযা নষ্ট হয় না।

৪। সিঙ্গী ইত্যাদির মাধ্যমে শরীর থেকে দুষিত রক্ত বের করলে কিংবা দানের উদ্দেশ্যে বের করলেঃ রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। তবে স্বল্প পরিমাণ রক্ত বের করা যেমন পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে বের করলে, তাতে রোযা নষ্ট হয় না। অনুরূপ নাকের রক্ত প্রবাহের রোগ অথবা আহত হওয়ার ও দাঁত উপড়ে ফেলার কারণে রক্ত বের হলে রোযা নষ্ট হবে না।

৫। ইচ্ছাকৃত বমি করলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে, অনিচ্ছাকৃত হলে নয়।

উপরোক্ত রোযা নষ্টকারী বস্তুসমূহের দ্বারা তখনই রোযাদারের রোযা নষ্ট হবে, যখন সে জেনে-শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে তা গ্রহণ করবে। কিন্তু যদি সে এ সম্পর্কীয় শরিয়তী বিধানের ব্যাপারে অজ্ঞ হয় অথবা ফজর উদিত হয়েছে কি না ও সূর্যাস্ত হয়েছে কি না ইত্যাদি ব্যাপারে সন্দেহ ক'রে কোন কিছু গ্রহণ করে, তাহলে তার রোযা নষ্ট হয় না। অনুরূপ স্বজ্ঞানে গ্রহণ করতে হবে, যদি ভুলে গ্রহণ করে থাকে, তাতে রোযা নষ্ট হবে না। আর উক্ত বস্তু নিজ ইখতিয়ারে গ্রহণ করতে হবে। নিরুপায় বা বাধ্যতামূলক ভাবে গ্রহণ করলে, রোযা নষ্ট হবে না, বরং তার রোযা বিশুদ্ধ বলে গণ্য হবে এবং তাকে কাযাও করতে হবে না।

৬। হায়েজ (মাসিক রক্ত স্রাব) ও নেফাস (প্রসবোত্তর রক্ত স্রাব) হওয়াঃ এটাও রোযা নষ্টকারী বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। রক্ত দেখার সাথে সাথেই মহিলাদের রোযা নষ্ট হয়ে যায়। অনুরূপ হায়েজ ও নেফাস অবস্থায় নারীদের রোযা রাখা হারাম। তারা রমযানের পর ত্যাগকৃত রোযা কাযা করবে।